অর্থপ্রবাহ

ARTHOPROBAHO

“ব্যাংকিং খাতে এখন সিঙ্গেল ডিজিটেও বিনিয়োগ করার পর্যাপ্ত তারল্য রয়েছে। একজন উদ্যোক্তা ব্যাংক থেকে সুলভ ঋণ পেলেই যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এ ধরনের কোন নিশ্চয়তা নেই। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে কিছু সামাজিক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা পরোক্ষভাবে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যসহ অর্থনীতির উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। তবে আশার কথা হচ্ছে আমাদের যে রপ্তানির অর্ডার রয়েছে এগুলো শিপমেন্ট দিতে আগামী এক বছর সময় লাগবে। এর মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা প্রশমন করা গেলে অর্থনীতি তার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে”

নাবিল মুস্তাফিজুর রহমান
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

সামগ্রিক অবকাঠামোগত দুর্বলতা বিনিয়োগের মূল প্রতিবন্ধকতা

নাবিল মুস্তাফিজুর রহমান ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ

দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ফরেন কারেন্সি আউট সোর্সিংয়ে যারা মেধা, শ্রম দিয়ে কাজ করেছেন তাদেরই একজন মেধাবী ও সৃজনশীল ব্যাংকার হলেন জনাব নাবিল মুস্তাফিজুর রহমান। তিনি একজন ইনভেস্টমেন্ট ডিজাইনার ও দক্ষ ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট হিসেবে দেশের ব্যাংকিং খাতে পরিচিত। নতুন নতুন ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টের ঝুঁকি এনালাইসিস করে তিনি গ্রাহকদের আর্থিক চাহিদা পূরণে কাজ করে যাচ্ছেন। একজন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল হিসেবেও তার রয়েছে ব্যাপক পরিচিতি। মেধাবী এই প্রফেশনাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ অর্জন করার পর ১৯৯৩ সালে বেক্সিমকো গ্রুপে ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। বেক্সিমকো গ্রুপের কর্পোরেট আর্থিক চাহিদা পূরণে তিনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেছেন। এরপর ১৯৯৭ সালে তৎকালীন এএনজেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের স্ট্রাকচারড ফাইন্যান্স বিভাগে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ফরেন কারেন্সি সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে ফান্ড আউট সোর্সিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি এএনজেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ক্রেডিট এগ্রিকল ইন্দোসুয়েজে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ২০০৪ সাল পর্যন্ত CRM হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সালের জুন থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি এইচএসবিসি'র ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ আমানাহ দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত আইপিডিসি'র কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং ডিভিশনে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি এবি ব্যাংকের কর্পোরেট স্ট্রাকচারড ফাইন্যান্স বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ের সুবিশাল অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে ব্র্যাক ব্যাংকে চিফ ক্রেডিট অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ রিস্ক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক খাতে তার রয়েছে ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা। ব্যাংকিং ক্যারিয়ারের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়। তাছাড়া দেশে-বিদেশে ব্যাংকিংয়ের উপর অনেক প্রশিক্ষণ কোর্সে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি তিনি অর্থপ্রবাহ পত্রিকায় ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগ কার্যক্রম ও অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে যে মতামত দিয়েছেন তা এখানে উপস্থাপিত হলো।

অর্থপ্রবাহ : অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত দেশে বর্তমানে বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ স্থবিরতা বিরাজ করছে। অন্যদিকে রপ্তানিমুখী শিল্পে ফরেন কারেন্সিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ কমে এসেছে। দেশে বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি?

নাবিল মুস্তাফিজুর রহমান : দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনুযায়ী বিনিয়োগের যে চাহিদা রয়েছে সে অনুযায়ী বিনিয়োগটা হচ্ছে না। গত কয়েক বছর ধরে দেশের অর্থনীতিতে এ ধারাটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে বিনিয়োগ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অনুযায়ী না হলেও অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী হচ্ছে এটা বলা যায়। যার কারণে অর্থনীতি স্থবিরতার দিকে যায়নি বরং কিছুটা গতিশীলতা ছিল। রপ্তানিমুখী শিল্পসহ আমদানি বিকল্প শিল্পের গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ফরেন কারেন্সিতে ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। গত ৭ বছর ধরে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। টাকার বিপরীতে ডলারের মূল্য অস্থির হয়ে যদি উপরের দিকে অব্যাহতভাবে উঠে যেতো তাহলে ফরেন কারেন্সি ঋণ গ্রহীতার ব্যয়ভার বেড়ে যেতো। আগে দেশের ব্যাংকিং খাতের ফান্ডের চেয়ে বিদেশী ঋণের স্প্রেড অনেক বেশি ছিল; এখন তা কমে এসেছে। কর্পোরেট গ্রুপ হিসেবে যারা ব্যাংকের কাছে ভাল গ্রাহক হিসেবে পরিচিত তারা এখন ৫ থেকে ৬ পার্সেন্টের মধ্যে ফরেন কারেন্সিতে ঋণ সুবিধা নিতে পারছে। স্থানীয় মুদ্রার ফান্ড কস্ট এখন ৮ থেকে ৯ শতাংশ। এতে দেখা যাচ্ছে ফরেন কারেন্সি লোন এবং স্থানীয় মুদ্রার ঋণে হার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। যার কারণে বড় উদ্যোক্তারা এই সুবিধাটা গ্রহণ করতে পারছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের পথে অনেক বাধা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামোগত সমস্যা; প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সমস্যা; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সংকট; অস্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। এ ধরনের সংকটের কারণে বিনিয়োগ গতিশীল হচ্ছে না। ব্যাংকিং খাতে এখন সিঙ্গেল ডিজিটেও বিনিয়োগ করার পর্যাপ্ত তারল্য রয়েছে। একজন উদ্যোক্তা ব্যাংক থেকে সুলভ ঋণ পেলেই যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এ ধরনের কোন নিশ্চয়তা নেই। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে কিছু সামাজিক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা পরোক্ষভাবে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যসহ অর্থনীতির উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। তবে আশার কথা হচ্ছে আমাদের যে রপ্তানির অর্ডার রয়েছে এগুলো শিপমেন্ট দিতে আগামী এক বছর সময় লাগবে। এর মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা প্রশমন করা গেলে অর্থনীতি তার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে। সরকার অবকাঠামোগত যে সমস্যাগুলো রয়েছে

এগুলো দূরীকরণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে বিনিয়োগ গতিশীল হয়ে উঠবে। এখন প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। এ জন্য সরকারি সহায়তা যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি উদ্যোক্তাদের ব্যাপক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে। যে সকল পণ্য আমদানি করে রপ্তানিজাত পণ্য উৎপাদন করা হয় এগুলোতে যেন সময়ক্ষেপণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উদ্যোক্তারা অর্ডার অনুযায়ী যেন শিপমেন্ট দিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করতে হবে। উদ্যোক্তারা যেন বিদেশে প্রতিযোগিতা করার উপযোগী ট্যারিফ সুবিধা পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক ট্যারিফ সুবিধা না পেলে তারা বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে পারবে না। বিদ্যুৎ, গ্যাস ঘাটতিজনিত সমস্যার কারণে যদি ডিজেল চালিত জেনারেটর ব্যবহার করতে হয় তাহলে তা কখনোই কাম্য হবে না। বর্তমানে নতুন শিল্প-কারখানায় গ্যাস সংযোগ স্থগিত রাখা হয়েছে। এতে নতুন নতুন শিল্প-কারখানায় জ্বালানি সংকটের কারণে বিনিয়োগ কিছুটা কম হচ্ছে। বিনিয়োগ অগ্রসর করার পেছনে সামগ্রিক অবকাঠামো দুর্বলতাও একটি বড় ধরনের সমস্যা। বাংলাদেশে বিনিয়োগের পথে আরো অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সেবা প্রাপ্তি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২০ সাল পর্যন্ত গড়ে ৮ শতাংশ অর্জন করতে হলে অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থপ্রবাহ : সরকার এবার বাজেটে অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়িয়েছে যাতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। বর্তমানে ব্যক্তি খাতে ব্যাংকের নগদ তারল্য সঞ্চালিত হওয়ার ধারা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি?

নাবিল মুস্তাফিজুর রহমান : যে কোন ভাল প্রকল্পে ঋণ দেয়ার জন্য ৫৬টি ব্যাংক উন্মুখ হয়ে বসে আছে। সকল ব্যাংক ভাল প্রজেক্টের দিকে ঝোঁকার কারণে উদ্যোক্তাকে তুলনামূলক ইক্যুইটি কম দিতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ১০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পে একজন ভাল উদ্যোক্তা ব্যাংকের সাথে রিলেশনশিপের কারণে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ সুবিধা নিতে পারছে। এতে উদ্যোক্তার ইক্যুইটি প্রয়োজন হচ্ছে মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। ভাল প্রজেক্ট এবং ভাল উদ্যোক্তা হলে ইক্যুইটির পরিমাণও কম লাগছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি ফান্ড বেশি থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি ফান্ড নেই। বড় প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ফান্ডটা বেশি প্রয়োজন রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে যতোই উদ্বৃত্ত তারল্য থাক না কেন তা দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন হবে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সেবা।

অর্থপ্রবাহ : আগে কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং বিভাগ নতুন নতুন প্রকল্পে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে যে বিনিয়োগ করেছে তাতে অনেক বিনিয়োগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং বিভাগ সেভাবে অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে পারছে না কেন?

নাবিল মুস্তাফিজুর রহমান : ২০০১ সালে ব্র্যাক ব্যাংক এসএমই ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ২০১০ সাল থেকে আমরা কর্পোরেট ফাইন্যান্সিংয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছি। এখন আমাদের কর্পোরেট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বেড়েছে। কর্পোরেট ফাইন্যান্সিংয়ে আর্থিক বিশ্লেষণে লোকজন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারের PPP মডেলে অনেক প্রকল্প রয়েছে। এগুলো প্রাইভেট সেক্টরে আসলে নতুন গতি সঞ্চালিত হবে। অবকাঠামো উন্নয়নের যে প্রকল্পগুলো আসছে এগুলো বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি ফান্ড প্রয়োজন রয়েছে। পেনশন ফান্ড হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণ মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ডিপোজিট ফান্ড ব্যাংকিং খাতে আনা গেলে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ সহজ হবে। তবে এটা ঠিক নতুন প্রকল্পের সঠিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ করতে পারলে আগের মতো অনেক সৃজনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করা যাবে। যখন দেশে প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ কমে যায় তখন সরকার অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করে অর্থনীতি গতিশীল করতে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সরকারের অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রাইভেট সেক্টর শিল্প ও বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। তখন দেখা যায় প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে সরকার

যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নেও সময় লাগবে। সঠিক সময়ে অবকাঠামো নির্মাণ করা গেলে এর মাধ্যমে ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বেশি অর্জন করা সম্ভব হবে। অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রাইভেট সেক্টরও বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। তখন দেখা যাবে অর্থনীতি গতিশীল হয়ে উঠবে।

অর্থপ্রবাহ : দেশে এতোদিন যারা এসএমই হিসেবে বিকশিত হয়েছে তাদেরকে কর্পোরেট লিংকেজ আর্থিক সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি?

নাবিল মুস্তাফিজুর রহমান : বাংলাদেশে শিল্পায়নের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। আজকে যারা কর্পোরেট গ্রুপে পরিণত হয়েছে তারাও এসএমই থেকেই বিকশিত হয়েছে। বাংলাদেশে এসএমই খাত বিকাশে কর্পোরেট গ্রুপের সহায়তা প্রয়োজন রয়েছে। অনেক এসএমই উদ্যোক্তার সাথে কর্পোরেট গ্রুপের লিংকেজ রয়েছে। তারা বড় বড় গ্রুপে সাপ্লাইয়ার হিসেবে কাজ করে। যেসব গ্রুপে বিভিন্ন উপাদান সাপ্লাই দেয়া হয় সেখানে তাদের বিভিন্ন ধরনের পাওনা থাকে। কর্পোরেট গ্রুপ এই পাওনা অর্থ গ্যারান্টি হিসেবে ব্যাংকগুলো থেকে এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ পেতে সহায়তা করতে পারে। এতে যেসব উদ্যোক্তাগের মর্টগেজ দেয়ার সামর্থ্য নেই কর্পোরেট গ্রুপের গ্যারান্টি দিয়ে ঋণ সহায়তা নিতে পারে। এতে এসএমই উদ্যোক্তারা কর্পোরেট গ্রুপের হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারে। সারা বিশ্বে কর্পোরেট গ্রুপের সহায়তা নিয়েই এসএমই খাতে ডেভেলপ হয়েছে। বাংলাদেশে এখন অনেক এসএমই খাতের অনেক গ্রাজুয়েট হয়েছে তাদেরকে আর এসএমই ঋণ দিয়ে চাহিদা পূরণ করা যাবে না। এখানে বিশেষায়িত ঋণ সুবিধার প্রয়োজন রয়েছে।